Contents

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

মানবিক মূল্যবোধ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

মানবিক মূল্যবোধ

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৭৮
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

القِيَمُ الإنسانية

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (السابق) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাঃ আখেরাহ ১৪৩৯ হি./ফাল্গুন ১৪২৪ বাং/ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Manobik Mullobodh by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যা তাকে পশুর মূল্যেবোধ থেকে পৃথক করেছে। কিন্তু মানুষের এই মূল্যবোধ সর্বদা উঠানামা করে। সেকারণ সে কখনো কখনো পশুর চাইতে নিম্নস্তরে নেমে যায়। ফলে তার মাধ্যমে সমাজ বিপর্যস্ত হয় ও জীবন অশান্তিময় হয়। এক্ষণে এই মূল্যবোধ কিভাবে সদা জাগ্রত থাকে এবং যেকোন পরিবেশে দৃঢ় থাকে, সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে **মাসিক আত-তাহরীক** *(২০ তম বর্ষ /১১-১২ সংখ্যা আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৭)*-এর দরসে কুরআন-এর নিয়মিত কলামে মাননীয় লেখকের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমরা সম্মানিত লেখকের মাধ্যমে তা পরিমার্জিত করে বই আকারে প্রকাশ করলাম। খোলা মনে পাঠ করলে এর মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমতে অনেকের মানবিক মূল্যবোধ উচ্চকিত হবে বলে আশা করি।

আল্লাহ মাননীয় লেখক এবং তাঁর পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

বিনীত
-প্রকাশক

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد :

ভূমিকা

দেহ ও আত্মার সমন্বিত চাহিদার নিয়ন্ত্রিত স্ফুরণকে মূল্যবোধ (Value) বলা হয়। মানুষ ও জীব জগতের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই তা প্রতিফলিত হয়। এই কল্যাণ সাধনের মাত্রার উপর মূল্যবোধের মাত্রা নির্ভর করে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য' *(ছহীহাহ হা/৪৫)*। যে কাজে জীব জগতের কল্যাণ নেই, তা মূল্যবোধের বিরোধী এবং তা অগ্রাহ্য। মানুষের মূল্যবোধের সুষ্ঠু বিকাশ ও সমাজের যথার্থ অগ্রগতির জন্যই ধর্মের সৃষ্টি। যা ধারণ করে মানুষ বেঁচে থাকে। সেকারণ পৃথিবীতে আদমকে প্রেরণের সাথে সাথে আল্লাহ তাঁর হেদায়াত প্রেরণ করেন *(বাক্বারাহ ২/৩৮)*। যেটাই হ'ল প্রকৃত ধর্ম। যা নিখুঁৎ। কিন্তু পরে মানুষ হঠকারিতা বশে এ থেকে দূরে সরে যায় *(বাক্বারাহ ২/২১৩)* এবং নিজেরা ধর্মের নাম দিয়ে বহু রীতি-নীতি চালু করে। যেখানে থাকে স্বেচ্ছাচারিতার নানা সুযোগ। সেকারণ মন্দপ্রবণ মানসিকতা সেটিকে লুফে নিতে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত ধর্মে স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযোগ থাকে না। ফলে মানুষ সেটাকে প্রশংসা করলেও তাকে গ্রহণে আগ্রহী হয় না। বরং আতংকিত হয় একারণে যে, এখানে অন্যায় ও দুর্নীতির কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। অথচ যে সমাজে মূল্যবোধ যত বেশী নিরাপদ হবে, সে সমাজে তত বেশী শান্তি ও সুখ নিশ্চিত হবে। এমন অবস্থা হবে যে, কেউ কারু প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ কারু জান-মাল ও ইযযতের কোন ক্ষতি করবে না। বরং প্রত্যেকে হবে প্রত্যেকের জন্য রক্ষাকবচ। কারু অসাক্ষাতেও কেউ কারু অমঙ্গল চিন্তা করবে না। বরং তার কল্যাণের জন্য দো'আ করবে। যা ফেরেশতাগণ লিখে নিবেন ও ক্বিয়ামতের দিন তাকে উত্তম পুরস্কার দিবেন।[১]

---

১. মুসলিম হা/২৭৩৩; মিশকাত হা/২২২৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।

Contents

অতএব যে মতবাদ মানুষের জৈববৃত্তিকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে চায় এবং কেবল আত্মিক উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেয়, সেটি যেমন অগ্রাহ্য; তেমনি যে মতবাদ কেবল জৈববৃত্তিকেই অগ্রাধিকার দেয় এবং আত্মিক উন্নতিকে অস্বীকার করে, সে মতবাদ তেমনি অগ্রাহ্য। উভয়ের পূর্ণতার মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি নিহিত। ইসলাম সে পথেই মানুষকে আহ্বান করে। বস্তুবাদী ও জঙ্গীবাদীরা ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রসার ঘটাতে চায়। অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদীরা জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চায়। অথচ প্রতিটিই ব্যর্থ। মানুষের হৃদয়ে টিকে থাকে কেবল সেটাই, যেটা মানুষের আত্মিক ও জৈবিক উভয় চাহিদার সমন্বয় ঘটায় এবং যেটি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে প্রেরিত নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ রূপে যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে শান্তির পথ দেখাবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সে পথেই মানুষকে আহ্বান জানায় ও সেপথেই কর্মীদের পরিচালনা করে।

জৈবিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের অতি মূল্যায়নের জন্যই আজকের সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে। অথচ মানবতার শুরু হয় অন্যের প্রয়োজন মিটানোর প্রতি মনোনিবেশ করার পর থেকেই। মানব জীবন থেকে মূল্যবোধ বিযুক্ত হ'লে মনুষ্য নামের উপযোগী কোন বৈশিষ্ট্যই আর বাকী থাকে না।

মানুষের মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ ও উন্নত করার জন্য এযাবৎ মনুষ্যকল্পিত যত পথ-পন্থা বের হয়েছে এবং কথিত ধর্মসমূহে যেসব নীতি ও বিধান প্রণীত হয়েছে, সে সবের ঊর্ধ্বে আল্লাহ প্রেরিত বিধানই সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত। মানুষের জন্য ইসলামই হ'ল আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। এর বাইরে অন্যত্র কোন বিধান তালাশ করলে তা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না এবং চূড়ান্ত বিচারে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

কিভাবে মাটিতে চলতে হবে, সাগরে ডুব দিতে হবে, আকাশে উড়তে হবে, মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হবে, তা আবিষ্কার করতে মানুষ সক্ষম। কিন্তু কিভাবে সে সুখী হবে, কিভাবে তার মূল্যবোধ কার্যকর হবে, তার পথ-পন্থা আবিষ্কারে সে অক্ষম। এ কারণেই মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের

হাতেই প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত হয়। বর্তমান সভ্যতার অদ্ভুত গোঁজামিল এই যে, বিশ্বশান্তির নামে বিশ্বধ্বংসের খাতে বিশ্বের অধিকাংশ মেধা ও সম্পদ ব্যয় হচ্ছে। রাষ্ট্রনেতারা মারণাস্ত্র তৈরীতে যতখানি আগ্রহী, জীবনের মূল্য নির্ধারণে ও মানুষের মূল্যবোধের উন্নয়নে ততখানি আগ্রহী নন।

ধনী রাষ্ট্রগুলি যদি 'মানুষ হত্যা খাতে'র বরাদ্দ বাতিল করে 'মানুষ রক্ষা' খাতে সেগুলি ব্যয় করত, ধনিক শ্রেণী যদি ধন সঞ্চয়ের বদলে সমাজে ধন বিস্তৃতির পরিকল্পনা নিতেন, তাহ'লে এই সবুজ পৃথিবীটা শান্তি ও সুখের আধারে পরিণত হ'ত। বস্তুতঃ যে চিন্তার মধ্যে মানবতার কল্যাণ নেই, সে চিন্তা মূল্যহীন। যে মেধা মানুষের মূল্যবোধ রক্ষায় অবদান রাখে না, সে মেধা ফলবলহীন। সাথে সাথে জ্ঞানের প্রজ্ঞাহীন ব্যবহার ও নৈতিক মূল্যবোধহীন প্রয়োগ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। যা যেকোন সময় সর্বব্যাপী চূড়ান্ত পরিণতি ডেকে আনতে পারে। বর্তমানে আমরা সেই ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। কেননা বিশ্বের সেরা মারণাস্ত্র সমূহের সবচেয়ে বড় ডিপোগুলির বোতাম বর্তমানে এমন কিছু নেতার মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, যাদের নৈতিক মূল্যবোধ বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। তারা খেলাচ্ছলেও যদি ঐ বোতাম টিপে দেন, তাহ'লে যেকোন সময় মহাশূন্যে ঝুলন্ত আনুমানিক ৬৬০০ বিলিয়ন টন ওযনের পৃথিবী নামক এই গ্রহটি নিশ্চিহ্ন হয়ে মহাবিশ্বে হারিয়ে যেতে পারে।

মূল্যবোধ একটা অদৃশ্য অনুভূতির নাম। যা দেখা যায় না, কিন্তু বুঝা যায়। যা পরিমাপ করা যায় তার কর্মে ও আচরণে। বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন এলেই কেবল মূল্যবোধে পরিবর্তন আসে। যেখানে বিজ্ঞানীদের কোন হাত নেই। কারণ তারা বস্তু নিয়ে কাজ করেন এবং সম্পূর্ণ অনুমান ও অনুমিতির মাধ্যমে অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে থাকেন। অন্যদিকে দার্শনিকরা আরও বেশী কল্পনাচারী। সেখানে কোন সত্য নেই, কেবলই ধারণা ছাড়া। মানুষের দেহ-মন উভয়ের যিনি স্রষ্টা। কেবল তিনিই ভাল জানেন মানুষের মানবীয় মূল্যবোধ কিসে অক্ষুণ্ন থাকবে ও কিসে তা ক্রমোন্নতি লাভ করবে।

জাহেলী আরবের প্রচলিত মূল্যবোধ সকল যুগের নষ্ট মূল্যবোধ সমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। যা অগ্নিকুণ্ডের কিনারে পৌঁছে গিয়েছিল *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। যা পরিবর্তনের জন্য ছাহাবী বেষ্টিত ভরা মজলিসে জিব্রীলকে

Contents

মনুষ্যবেশে পাঠিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আল্লাহ যে শিক্ষা দান করেছিলেন, সেটাকেই আমরা পতিত মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করতে পারি। যে মূল্যবোধকে ধারণ করে পরবর্তীতে মুসলমানরা বিশ্ব নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছিল। সেগুলি ছিল মোট ছয়টি : আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস।[২] যেগুলিকে এক কথায় 'ঈমান' বলা হয়। যাদের মধ্যে এই ঈমান বা বিশ্বাস যত স্বচ্ছ ও দৃঢ়, তাদের কর্ম ও আচরণ তত সুন্দর ও স্থিত। তাদের নৈতিক মূল্যবোধ থাকে তত উন্নত। যা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীতে মুসলমানদের জীবনে বিভিন্ন কর্মে ও আচরণে।

উল্লেখ্য যে, ছয়টি বিশ্বাসই আমাদের জন্য অদৃশ্য। আর অদৃশ্যে বিশ্বাসকেই ঈমান বলা হয়। দৃশ্যমান বস্তুর উপর বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। কেননা সেটি সামনে দেখা যায়। দাদা-দাদী ও নানা-নানীকে দেখিনি। তাই বিশ্বাস করতে হয়। তাদের অস্বীকার করলে বাপ-মার অস্তিত্ব থাকবে না। অমনিভাবে আল্লাহকে দেখিনা। তাঁর সৃষ্টিকে দেখি। তাই তাঁকে বিশ্বাস করতে হয়। নইলে আমাদের অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যাবে। বুকের মধ্যে আত্মা আছে। অথচ দেখিনা। কিন্তু তাকে অস্বীকার করলে আমাদের জীবনই হারিয়ে যাবে। এটাই হ'ল ঈমান। শয়নে-জাগরণে সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহ্‌র সামনে আছি। এ বিশ্বাস সৃষ্টি হ'লেই মূল্যবোধ জাগ্রত হবে ও উন্নত হবে। নইলে সত্যিকার মূল্যবোধ বলে কিছুই থাকবে না। যা থাকবে, তা কেবল লোক দেখানো।

আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসকে বলা হয় 'ঈমান' এবং সে অনুযায়ী বাহ্যিক আচরণকে বলা হয় 'ইসলাম'। উভয়ের সমন্বিত প্রকাশকে বলা হয় 'ইহসান' বা 'মূল্যবোধ'। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। একই সাথে কর্মজগতেও তারতম্য ঘটে। সেকারণ ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল, اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ

২. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।

Contents

وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْاَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ– 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা'। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজে ঈমানের অবস্থান যত উচ্চে, সে সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অবস্থান তত উচ্চে।

খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। যুগে যুগে অধিকাংশ চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও অন্যদের ঈমান সমান'। আমলের ব্যাপারে উদাসীন সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুকূলে।

এই বিশ্বাসগত পার্থক্যের কারণেই খারেজীপন্থী লোকেরা তাদের দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' মনে করে এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে। বর্তমানে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থানের মূল উৎস এখানেই। স্বার্থবাদী লোকেরা জান্নাতের স্বপ্ন দেখিয়ে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই উস্কে দিচ্ছে। যা ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার পরিপন্থী। প্রায় সব দেশেই শৈথিল্যবাদী মুসলমানের সংখ্যা বেশী। চরমপন্থীরা এই সুযোগটা গ্রহণ করে এবং মানুষকে নিজেদের দলে ভিড়ায়। আমরা

Contents

শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী সকলকে ইসলামের চিরন্তন মধ্যপন্থী আক্বীদায় ফিরে আসার আহ্বান জানাই।

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় দলীল হিসাবে আমরা নিম্নের আয়াতটিকে গ্রহণ করতে পারি। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ- أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ- 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে'। 'যারা ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে খরচ করে'। 'এরাই হ'ল সত্যিকারের মুমিন। এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রূযী' *(আনফাল ৮/২-৪)*।

অত্র আয়াতে হৃদয়ে বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বয়ে পূর্ণ ঈমানের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ 'আপনি কি মুমিন? তিনি বললেন, الْإِيمَانُ إِيمَانَانِ 'ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত'। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তাহ'লে আমি বলব যে, فَأَنَا مُؤْمِنٌ 'আমি একজন মুমিন'। আর যদি তুমি আমাকে সূরা আনফাল ২-৪ আয়াতে বর্ণিত প্রকৃত মুমিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَا مِنْهُمْ أَمْ لاَ 'তাহ'লে আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত কি না'।[৩] অতএব যে সমাজে ঈমানী পরিবেশ যত উন্নত, সে সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ও সমৃদ্ধি তত উন্নত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল পরিবারে ও

---

৩. কাশশাফ; কুরতুবী তাফসীর সূরা আনফাল ৪ আয়াত।

Contents

সমাজে ঈমানী পরিবেশ সমুন্নত রাখা এবং সর্বদা ঈমান বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকা। নিম্নে মূল্যবোধ বৃদ্ধির জন্য আমাদের করণীয় সমূহ বর্ণিত হ'ল।-

মূল্যবোধ বৃদ্ধির জন্য করণীয়

১. আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সহ তাঁকে চেনা :

আল্লাহকে চেনার অর্থ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখা। আল্লাহকে চোখে দেখা যায় না। তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখে তাঁকে চিনতে হয়। যেমন ধোঁয়া দেখে আগুনকে জানতে হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিই তার সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন। যে বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ- وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ؟ 'আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে নিদর্শন সমূহ' 'এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। অথচ তোমরা কি তা অনুধাবন করবে না?' *(যারিয়াত ৫১/২০-২১)*। তিনি আরও বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ- 'আর সে আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, কে হাড্ডিগুলিকে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে?' 'তুমি বলে দাও, ওগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৭৯)*। তিনি উদাসীন বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ- وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ- 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কতই না নিদর্শন রয়েছে। তারা এসবের উপর দিয়ে অতিক্রম করে। অথচ সেগুলি হ'তে তারা উদাসীন থাকে'। 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৫-১০৬)*। অতএব আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বান্দা যত বেশী গবেষণা করবে এবং এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ সমূহে যা বর্ণিত হয়েছে, তার উপর যত বেশী নির্ভরশীল হবে, তার আক্বীদা তত বেশী মযবূত হবে এবং

Contents

সে তত বেশী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হবে। সেই সাথে তার মূল্যবোধ সমুন্নত হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهْوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম রয়েছে। একশ' থেকে একটি কম। যে ব্যক্তি সেগুলি গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তিনি বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন'।[৪] এর অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি ঐ নামগুলো মুখস্থ করবে পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহ্‌র উপর অটুট নির্ভরতার সাথে। উছায়লী বলেন, لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِحْصَاءِ عَدَّهَا فَقَطْ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُدُّهَا الْفَاجِرُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْعَمَلُ بِهَا 'এর অর্থ কেবল গণনা করা নয়। কেননা অনেক সময় ফাসেক্ব-ফাজের লোকেরাও এগুলি গণনা করে থাকে। বরং এর অর্থ হ'ল ঐসব গুণাবলীর উপর আমল করা' *(ফাৎহুল বারী)*।

আব্দুর রহমান আস-সা'দী বলেন,

من حفظها وفهم معانيها، واعتقدها، وتعبد لله بها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته، ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها...

'এর অর্থ যে ব্যক্তি এগুলি মুখস্থ করবে, এর মর্ম সমূহ উপলব্ধি করবে, সেমতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে অনুযায়ী আল্লাহ্‌র দাসত্ব করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর জান্নাতে প্রবেশ করবে না মুমিন ব্যতীত। অতএব জানা গেল যে, এগুলি হ'ল ঈমান হাছিলের ও তার শক্তি বৃদ্ধির এবং তার দৃঢ়তা লাভের শ্রেষ্ঠ উৎস ধারা। আল্লাহ্‌র সুন্দর নাম সমূহ হ'ল ঈমানের মূল। আর ঈমান সেদিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। উক্ত মা'রেফাত তাওহীদের তিনটি প্রকারকে শামিল করে : তাওহীদে রুবূবিয়াত, তাওহীদে

---

৪. বুখারী হা/৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭।

Contents

ইবাদত এবং তাওহীদে আসমা ও ছিফাত (প্রতিপালনে একত্ব, উপাসনায় একত্ব এবং নাম ও গুণাবলীর একত্ব)। এ তিনটিই হ'ল তাওহীদের রূহ ও তার সুবাতাস। তার মূল ও উদ্দেশ্য। যখনই বান্দার মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর মা'রেফাত বৃদ্ধি পাবে, তখনই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে ও তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে। অতএব মুমিনের উচিৎ হবে তার ক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর মর্ম উপলব্ধি করা। কেননা এই মা'রেফাত তাকে আল্লাহ্‌র গুণশূন্য হওয়ার ও অন্যের সাথে তুলনীয় হওয়ার মত ভ্রান্ত বিশ্বাসের রোগ থেকে নিরাপদ রাখবে। যে দুই রোগে বহু বিদ'আতী ব্যক্তি পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। যা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আনীত সত্যের বিরোধী। বরং প্রকৃত মা'রেফাত সেটাই, যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত এবং যা বর্ণিত হয়েছে ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে। আর এই উপকারী মা'রেফাত তার অধিকারী ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধিতে ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনয়নে এবং শত বাধায় প্রশান্তি লাভে সহায়ক হবে'।[৫] অতএব যে ব্যক্তি এই মা'রেফাত অনুযায়ী আল্লাহকে চিনবে, সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী হবে ও তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও দাসত্বে সর্বাধিক দৃঢ় হবে এবং তাঁর ভয়ে ও তাঁর বিষয়ে সতর্কতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, বান্দা যখন তার জীবনের সকল ভাল-মন্দ এবং হায়াত-মউত, রিযিক, রোগ ও আরোগ্য সবকিছুর মালিক হিসাবে স্রেফ আল্লাহকে জানবে, তখন সে অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসাকারী হবে এবং তার সকল কর্মে তার নিদর্শন স্পষ্ট হবে। সে কখনোই উল্লাসে ফেটে পড়বে না বা হতাশায় ভেঙ্গে পড়বে না। বরং ভিতরে-বাইরে আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ভরসাকারী হবে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী হবে।

যখন বান্দা জানবে যে, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, সকল ক্ষমতার মালিক, গুণগ্রাহী, সহনশীল ও প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী, তিনি করুণাময় ও কৃপানিধান; তখন সে আর কারু মুখাপেক্ষী হবে না। কোন শক্তিমানের প্রতি দুর্বল হবে না। পাপ করেও আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে নিরাশ হবে না।

---

৫. আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, আত-তাওযীহু ওয়াল বায়ান লে শাজারাতিল ঈমান ৭২ পৃ.।

Contents

যেকোন বৈধ প্রার্থনায় সে আল্লাহ্‌র নিকট দৃঢ় আশাবাদী হবে। সে কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে ও তাঁকেই ভয় করবে। তার মস্তক সর্বদা উন্নত থাকবে। কারু নিকট সে মাথা নত করবে না।

বান্দা যখন জানবে যে, আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর। সে সুন্দরের কোন তুলনা নেই। তখন তাঁকে দেখার জন্য ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য সে পাগলপারা হয়ে উঠবে। পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। কোন বিলাসিতা তাকে স্পর্শ করবে না। কোন সুখ-সম্ভোগ তাকে আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে ফিরাতে পারবে না।

এভাবে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর দিকেই বান্দার দাসত্ব বা উবূদিয়াতের সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে এবং এর মধ্যেই তার দাসত্বের পূর্ণরূপ বিকশিত হবে। বস্তুতঃ এটাই হ'ল আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর প্রকৃত অনুধাবন বা মা'রেফাত।

ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর কাল্পনিক অর্থ করেছেন ও বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে আল্লাহ নিরাকার ও গুণহীন সত্তা। তারা 'আল্লাহ্‌র হাত' অর্থ করেন তাঁর কুদরত ও নে'মত, 'চেহারা' অর্থ করেন তাঁর সত্তা বা ছওয়াব ইত্যাদি। অথচ সঠিক আক্বীদা এই যে, আল্লাহ অবশ্যই আকার ও গুণযুক্ত সত্তা। তবে তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি শোনেন ও দেখেন। কিন্তু সেটা কিভাবে, তা জানা যাবে না। কেননা তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। ভিডিও ক্যামেরা মানুষের কথা ও ছবি ধারণ করে। এজন্য তার নিজস্ব আকার ও চোখ-কান আছে। কিন্তু তা অন্যের সাথে তুলনীয় নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে আল্লাহ্‌র হাত, আঙ্গুল, পায়ের নলা, চেহারা, চক্ষু, কথা বলা, আরশে অবস্থান, নিম্ন আকাশে অবতরণ, ক্বিয়ামতের দিন নিজ আকারে মুমিনদের দর্শন দান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার ধরণ মানুষের অজানা। যেমন আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। আবার এসবের অর্থ আমরা জানিনা বলে তা বুঝার জ্ঞান আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করাও যাবে না। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত এসবের প্রকাশ্য অর্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে

Contents

হবে। যেমনটি করেছেন ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন কোনরূপ পরিবর্তন, শূন্যকরণ, প্রকৃতি নির্ধারণ, তুলনাকরণ বা আল্লাহ্‌র উপরে ন্যস্ত করণ (مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْفٍ وَتَعْطِيْلٍ وَتَكْيِيْفٍ وَتَمْثِيْلٍ وَتَفْوِيْضٍ) ছাড়াই।

ভ্রান্ত বিশ্বাসীরা আল্লাহকে স্বীকার করলেও তাঁর গুণাবলীর ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কারণে তাঁর উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয় না। ফলে তারা তাদের ধারণা মতে বিভিন্ন উপাস্যকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে ও তাদের উপরেই ভরসা করে। তাদেরকে খুশী করার জন্য নযর-নেয়ায দেয় ও জীবনপাত করে। সেজন্যই তো দেখা যায়, জীবিত মানুষ না খেয়ে মরে। অথচ কবরে নযর-নেয়াযের স্তূপ জমে। গরীবের ঘরে বাতি জ্বলে না। কিন্তু কবরের উপর ঝাড় বাতি জ্বলে। প্রচণ্ড গরমে হিট স্ট্রোকে মানুষ মরে। অথচ কবরের উপর ফ্যান ঘোরে ও সেখানে এসি চলে। এরাই হ'ল আধুনিক যুগের কথিত ধার্মিক মানুষ।

তারা তাদের পূজিত কবরের নাম দিয়েছে 'মাযার'। অর্থাৎ সাক্ষাতের স্থান। এই সাক্ষাৎ কার সঙ্গে? যদি তিনি কবরবাসী হন, তাহ'লে তিনি কি তাদের সাক্ষাৎ দিতে পারেন? তিনি কি সাক্ষাৎকারীদের চেনেন? তাদের কথা জানতে পারেন? বা তাদের কথা শুনতে পান? তিনি কি তাদের কোন ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন? অথচ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে' *(নমল ২৭/৮০)*। وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 'আর তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*।

অন্ধ ভক্তরা তাদের নাম দিয়েছে 'ছূফী'। তারা নিজেদেরকে বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে মিলনের মাধ্যম মনে করেন। সেজন্য তারা বিভিন্ন তরীকা আবিষ্কার করেছেন। শরী'আতকে তারা নারিকেলের ছোবড়া মনে করেন। তরীকতকে নারিকেল এবং তার শাসকে হকীকত বলেন। আর এ বিষয়ে জানাকেই তারা মা'রেফাত বলেন। অথচ এসবই কল্পনা মাত্র। কেননা এ সবের জন্য আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি।

Contents

তারা আল্লাহ্‌র যিক্‌রের নামে নানাবিধ শয়তানী ক্রিয়া-কাণ্ড করেন। কখনো তারা যিক্‌র করতে করতে বেহুঁশ হয়ে বাঁশের মাথায় উঠে মাটিতে লাফিয়ে পড়েন। কখনো মুখে ফেনা তুলে অজ্ঞান হয়ে হাত-পা ছোঁড়েন। আর ভাবেন তিনি 'ফানা ফিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে বিলুপ্ত' হয়ে গেছেন। কেউ ভাবেন তিনি 'বাক্বা বিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে স্থায়ী' হয়ে গেছেন। এ সময় পুরুষ মুরীদ ও নারী মুরীদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকে না। পীরের আত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে আল্লাহ্‌র পরমাত্মার মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার সাধনাকেই তারা সর্বোচ্চ ইবাদত বলে মনে করেন। আর এই বিলুপ্ত হ'তে পারাকেই তারা সর্বোচ্চ মা'রেফাত মনে করেন। অনেকে এটাকে রাসূল (ছাঃ)-এর মি'রাজের সঙ্গেও তুলনা করার ধৃষ্টতা দেখান। অনেক ছূফী নিজেকে সরাসরি আল্লাহ বলতেও কছূর করেননি। কেননা তাদের নিকটে 'যিকরের তাৎপর্য হ'ল, আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে জ্যোতির্ময় হওয়া'। ফলে 'যিকরকারী স্বয়ং আল্লাহতে পরিণত হয়ে যায়'। তাদের ধারণা মতে, যিক্‌রকারীরা আল্লাহ্‌র আত্মার মধ্যে বা আল্লাহ তাদের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং উভয়ে এক আত্মায় পরিণত হন। একে তাদের পরিভাষায় 'হুলূল' ও 'ইত্তেহাদ' বলা হয়। যার মাধ্যমে বান্দার আত্মা ও আল্লাহ্‌র পরমাত্মা মিশে একাকার হয়ে যায়। এজন্য তারা তাদের কথিত অলীর মর্যাদা নবীর উপরে ধারণা করেন। আর এ কারণেই আবু ইয়াযীদ বিস্তামী ওরফে বায়েযীদ বুস্তামী (১৮৮-২৬১ হি./৮০৪-৮৭৫ খৃ.) বলেন, سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِى 'মহাপবিত্র আমি, কতই না বড় আমার মর্যাদা'। তাঁর দরজায় কেউ ধাক্কা দিলে তিনি বলতেন, لَيْسَ فِى الْبَيْتِ غَيْرُ اللهِ 'বাড়িতে কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া'। আরেকজন ছূফী মনছূর হাল্লাজ (২৪৪-৩০৯ হি./৮৫৮-৯২২ খৃ.) বলতেন, أَنَا الْحَقُّ 'আমিই আল্লাহ'।[৬]

এইসব লোকেরা দুনিয়াদারদের নিকট সাধু হিসাবে পূজিত। অথচ প্রতি মুহূর্তের দুনিয়াবী চাহিদার ধাক্কায় এদের অধ্যাত্মবাদ ভূলুণ্ঠিত। এদের খানক্বাহ-মাযার ও আস্তানাগুলি মদ, গাজা ও দেবদাসী দ্বারা ভরপুর। হিন্দু-

---

৬. আব্দুর রহমান দামেশক্বিইয়াহ, আন-নকশবন্দিইয়াহ (রিয়াদ, দার ত্বাইয়েবাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খৃ.) ৭৫, ৭৭ পৃ.।

Contents

বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, মুসলমান সকল মতের কথিত আধ্যাত্মবাদীদের ফাঁস হয়ে যাওয়া হাযারো কুকর্মের বর্ণনা এসবের নিত্য-নতুন প্রমাণ বহন করে। এরা স্বভাবধর্মের বিপরীত চলতে গিয়ে মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করেছে। ফলে এদের কাছে মানুষের কিছু পাওয়ার নেই।

এইসব ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারীরা তাদের কথিত মাযারের সাথে বানিয়েছে মসজিদ। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ঈমান যাহির করে। অথচ সিজদা করে কবরে। সাহায্য চায় কবরে। মানত করে কবরে। প্রার্থনা করে কবরে। এমনকি মসজিদেও একপাশে 'আল্লাহ' অন্য পাশে 'মুহাম্মাদ' লেখে। কখনো আল্লাহ্র সাথে তাদের পূজিত পীরের নাম লেখে। যেমন খাজা বাবা, দয়াল বাবা, গরীব নেওয়ায, গওছুল আযম, বাবা ভাণ্ডারী প্রভৃতি। তাদের অনুসারীদের অনেকে এগুলি গাড়ীর মাথায় লেখে, যাতে এক্সিডেন্ট না হয়। এগুলি লেখা শো-বক্স বাড়ীতে বা কর্মস্থলের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে যাতে বরকত হয়। যা বারবার জ্বলে ও নিভে। অনেকে হাতে হাল ধরা মুহাম্মাদের নৌকায় আল্লাহকে দাঁড় করিয়ে কাঠের ফ্রেম বানিয়ে বিক্রি করে এবং তা দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে যাতে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে। অথচ 'আল্লাহ' বা 'মুহাম্মাদ' কোন সাইনবোর্ড নন। বরং আল্লাহ হৃদয়ের বস্তু। যাঁকে বিশ্বাস করতে হয় একনিষ্ঠভাবে এবং তাঁর নিকট দো'আ করতে হয় বিনীতভাবে। তাঁর সাথে অন্য কাউকে ডাকা যায় না। লেখাটি মুছে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে কি আল্লাহ মুছে যাবেন বা ভেঙ্গে যাবেন? একইভাবে 'মুহাম্মাদ' আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর বাণী বাহক। তিনি উম্মতের পথপ্রদর্শক। তাঁর আনুগত্য করতে হয়। অন্যদের ন্যায় তিনিও আল্লাহ্র রহমতের ভিখারী। সেকারণ অন্যদের ন্যায় তিনিও প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহায় পড়তেন 'ইহদিনাছ ছিরাত্বল মুস্তাক্বীম' ('তুমি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর')। এছাড়া ক্বিয়ামতের দিন 'মাক্বামে মাহমূদ' পাওয়ার জন্য তাঁর পক্ষে আল্লাহ্র নিকট প্রতি আযানের শেষে উম্মতকে দো'আ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[৭] এতে পরিষ্কার ভাষায় বুঝা যায় যে, তিনি কখনোই আল্লাহ্র সমতুল্য নন। তিনি কারু জন্য পরকালীন মুক্তির অসীলা নন। ক্বিয়ামতের দিন তিনি এমনকি তাঁর প্রাণপ্রিয়

---

৭. বুখারী হা/৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৯; রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।

Contents

কন্যা ফাতেমারও কোন উপকার করতে পারবেন না বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন।[৮] ফলে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোনকিছুকে সমান গণ্য করা ও তাদের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পরিষ্কারভাবে 'শিরক'। যা ক্ষমার অযোগ্য পাপ।

মূর্তিপূজা, কবরপূজা, তারকাপূজা, পীরপূজা, স্থানপূজা, অগ্নিপূজা প্রভৃতি এইসব ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে সৃষ্ট। এগুলি 'শিরক'। যার পাপ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। কারণ তারা আল্লাহ্‌র বড়ত্বের মহিমা থেকে ও তাঁর গুণাবলীর ঔজ্জ্বল্য থেকে বান্দার হৃদয়কে খালি করে দিয়েছেন এবং তদস্থলে তাদের কল্পিত অসীলা সমূহকে বড় করে দেখিয়েছেন। অথচ তাওহীদের সর্বোচ্চ স্থান ও আল্লাহ্‌র গুণাবলীর জ্যোতি সমূহ দ্বারা হৃদয়কে আলোকিত করা ব্যতীত কিভাবে সেটি ঈমান পদবাচ্য হ'তে পারে? ফলে মুশরিকদের সকল সৎকর্ম বরবাদ হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। সেগুলি সবই ক্বিয়ামতের দিন বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। অতএব সকল প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও আহলেহাদীছের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও বিশ্বাসকে সর্বান্তঃকরণে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। আর সেটাই হবে প্রকৃত মা'রেফাত বা আল্লাহকে চেনা। এর বাইরে গিয়ে প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিতেই মানবতার মূল্যবোধের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। সেই সাথে নির্ভর করে সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতার হ্রাস-বৃদ্ধি।

শৈথিল্যবাদী মুরজিয়া ঈমানদারগণ মূল্যবোধের বিষয়ে কপট মুনাফিকদের ন্যায় উদাসীন। তারা ছালাত আদায় করে লোক দেখানো এবং উদাসীনভাবে *(মা'ঊন ১০৭/৫-৬)*। তারা ছাদাক্বা করলেও তা করে অনিচ্ছুকভাবে *(তওবা ৯/১০৩)*। তারা যা কিছু করে তার অধিকাংশ দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য করে। ফলে মানবিক মূল্যবোধ তাদের কাছে হয় গৌণ ও স্বার্থদুষ্ট।

পক্ষান্তরে খারেজী ঈমানদারগণ মূল্যবোধের বিষয়ে চরমপন্থী হয়ে থাকে। তারা কবীরা গোনাহগারদের প্রতি হয় আগ্রাসী স্বভাবের। তারা এমনকি

৮. মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩।

Contents

তাদের জান-মাল-ইযযত সবকিছুকে হালাল মনে করে। আর সেজন্যই রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলেছেন।[৯]

এদের বিপরীতে আহলেহাদীছের ঈমান হয় সর্বদা মধ্যপন্থী। তারা শৈথিল্যবাদী বা চরমপন্থী নন। তারা সর্বাবস্থায় মানবিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেন এবং মানুষের হেদায়াতের জন্য দো'আ করেন। তারা সর্বাবস্থায় সমাজ সংস্কারে অগ্রণী হন এবং সেজন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালান।

২. দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা :

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। কেননা তারাই আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। অতঃপর সেটিকে তারা নিজেদের প্রার্থনায় ও নিজেদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধারণ করেন। ফলে তারাই হন সর্বাধিক আল্লাহভীরু। যা তাদের হৃদয়ে ঈমানী শক্তির জাগরণ সৃষ্টি করে। নইলে যে জ্ঞান আল্লাহভীতি জাগ্রত করে না, সে জ্ঞান কোন জ্ঞানই নয়। বরং ধার করা। আমরা এরূপ জ্ঞান থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই।

ইবনু রজব হাম্বলী (মৃ. ৭৯৫ হি.) বলেন, উপকারী ইল্ম দু'টি বস্তুর উপর ভিত্তিশীল। (১) আল্লাহকে চেনার উপর। তাঁর সুন্দর নাম ও গুণাবলী এবং অনন্য কার্যাবলীর মাধ্যমে। যা তার মধ্যে আল্লাহ্র বড়ত্ব, ভীতি, ভালবাসা ও আকাংখা সৃষ্টি করে। সেই সাথে সে তাঁর প্রতি ভরসা করে, তাঁর ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং তাঁর পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে। (২) আল্লাহ কোনটি ভালবাসেন ও কোনটি ভালবাসেন না, সেই সকল বিশ্বাস এবং প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কর্ম সমূহ জানার উপর। যার ফলে সে ঐসকল কাজ দ্রুত করাকে অপরিহার্য মনে করে'।[১০]

এরাই হ'লেন প্রকৃত জ্ঞানী। যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেন ও সেখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন। তারাই আল্লাহ্র শক্তি ও ক্ষমতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁর অবাধ্যতা হ'তে বিরত থাকেন। ফলে তারাই

---

৯. ইবনু মাজাহ হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৪৭।
১০. ইবনু রজব হাম্বলী, ফাযলু ইলমিস সালাফ 'আলাল খালাফ ৭ পৃ.।

Contents

প্রকৃত আনুগত্যের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে থাকেন। তারা সৃষ্টির গবেষণায় যত গভীরে ডুব দেন, তত বেশী আল্লাহ্র একত্ব ও মহত্ত জানতে পারেন। তখন তারা আল্লাহ্র দাসত্ব করেন এমনভাবে যেন তিনি আল্লাহকে সামনে দেখতে পান। একজন চিকিৎসক যখন রোগীর রক্ত নিয়ে গবেষণা করেন, আর দেখেন যে তার কণিকা সমূহ ইচ্ছামত ভেঙ্গে যাচ্ছে। আবার মিলে যাচ্ছে। তখন সে তার জ্ঞানের সর্বশেষ সীমায় গিয়ে বিস্ময়ে বলে ওঠে, সুবহানাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি মুখ দিয়ে কেবল খাদ্য গ্রহণ করেছে। অথচ সেই খাদ্য কিভাবে রক্ত উৎপাদন করল? কিভাবে বীর্য তৈরী করল? কিভাবে বুকে দুধ তৈরী করল? কিভাবে অস্থি-মজ্জা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও শক্তিশালী করল? বিজ্ঞানী যত বেশী এসবের জবাব খুঁজতে যাবেন, তত বেশী তিনি আল্লাহকে খুঁজে পাবেন ও তাঁর নৈকট্য উপলব্ধি করবেন। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ– 'নিশ্চয়ই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের থেকে বিশুদ্ধ দুধ পান করাই যা পানকারীদের জন্য অতীব উপাদেয়। যা নিঃসৃত হয় উক্ত পশুর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হ'তে' *(নাহল ১৬/৬৬)*।

তিনি আরও বলেন, أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ– وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ– وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ– وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ– 'তারা কি দেখে না উষ্ট্রের প্রতি, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?' 'এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উচ্চ করা হয়েছে?' 'এবং পাহাড় সমূহের প্রতি, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?' 'এবং পৃথিবীর প্রতি, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?' *(গাশিয়াহ ৮৮/১৭-২০)*।

বস্তুতঃ 'ইলম' বলতে সেটাকে বুঝায়, যা হৃদয়ে আল্লাহভীতি আনয়ন করে এবং যার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায় *(মির'আত)*। সেই সাথে কর্মজগতে যার বাস্তবায়ন ঘটে। হাদীছে জিব্রীলে রাসূল (ছাঃ)-কে 'ইহসান' সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে বলা হয়, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে এমনভাবে, যেন

Contents

তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি দেখতে না পাও, তাহ'লে ভেবে নিয়ো যে তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১১]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোন পথ তালাশ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দিবেন'।[১২] এখানে 'ইল্‌ম' অর্থ 'দ্বীনী ইল্‌ম'। কেননা দুনিয়াবী ইল্‌ম নাস্তিক ও বস্তুবাদীরাও শিখে থাকে। সেটি জান্নাতের পথ সহজ করে দেয় না। বরং জাহান্নামের রাস্তা সহজ করে দেয়। তাছাড়া বিজ্ঞানের ভিত্তি হ'ল 'অনুমিতি'। আর কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তি হ'ল 'আল্লাহ্‌র অহি'। তাই স্বাভাবিক জ্ঞানে কখনো কুরআন ও বিজ্ঞানে সংঘর্ষ মনে হ'লে সেখানে অবশ্যই কুরআন অগ্রাধিকার পাবে। কুরআনী সত্যের বিপরীতে অন্য কিছুই গ্রহণীয় হবে না। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার কুরআনের নিকট হার মানতে বাধ্য হয়েছে। আর বিশুদ্ধ হাদীছ কখনো বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাই আল্লাহভীতির জ্ঞান মানুষের মূল্যবোধকে উন্নীত করে ও তাকে জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা :

আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে'। 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব

---

১১. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।
১২. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

Contents

তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*।

প্রতিটি কর্মই তার কর্তার প্রমাণ বহন করে। অমনিভাবে প্রতিটি সৃষ্টিই তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রমাণ ও তাঁর নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়িয়ে যান ও কাঁদতে থাকেন। ছালাত শেষে আয়াতটি পাঠ করে তিনি বলেন, আজ রাতে এ আয়াতটি আমার উপর নাযিল হয়েছে। অতএব وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا 'দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যে এটি পাঠ করে অথচ এতে চিন্তা-গবেষণা করে না'।[১৩]

এই চিন্তা-গবেষণা দুই ধরনের। এক- সৃষ্টির প্রাকৃতিক বিধান ও নিখুঁৎ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কারণ আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষেই বিশাল সৃষ্টিজগতের শৃংখলা বিধান ও সুন্দর ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। যেকারণ কল্পনার অতীত দ্রুতগতিতে ঘূর্ণায়মান সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির মধ্যে পরস্পরে সংঘর্ষ হয় না। কেউ কারু নির্ধারিত দূরত্ব ও কক্ষপথ অতিক্রম করে না। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ– 'যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত, তাহ'লে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের মালিক আল্লাহ মহাপবিত্র' *(আম্বিয়া ২১/২২)*। সুতরাং নভোবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানে গবেষণা করা ঈমানদার ও মেধাবী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ– 'বলে দাও, তোমরা চোখ খুলে দেখ নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্র কত নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী ও ভয় প্রদর্শন কোন কাজে আসে না' *(ইউনুস ১০/১০১)*। সে যতই সৃষ্টির গভীরে ডুব দিবে, সে ততই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করবে ও তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল

১৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২০; সনদ ছহীহ -আরনাউত্ব।

হবে। সাথে সাথে তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে এমনকি সমাজের একজন প্রতিবন্ধী দুর্বলতম ব্যক্তির মূল্যবোধ রক্ষায়ও সে জীবনপাত করবে।

৪. কুরআন অনুধাবন করা :

আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– ‘এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, ‘আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। দেখলাম, যখন আল্লাহ্র গুণগানের কোন আয়াত আসে, তখন তিনি ‘সুবহানাল্লাহ’ বলেন। যখন প্রার্থনার আয়াত আসে, তখন তিনি প্রার্থনা করেন। আবার যখন আল্লাহ থেকে পানাহ চাওয়ার আয়াত আসে, তখন তিনি আল্লাহ্র আশ্রয় চান’... *(মুসলিম হা/৭৭২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ‘লা) পড়তেন, তখন তিনি ‘সুবহা-না রব্বিয়াল আ‘লা’ (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি সর্বোচ্চ) বলতেন’।[১৪] সূরা ক্বিয়ামাহ-এর শেষ আয়াত أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى-এর জওয়াবে ‘সুবহা-নাকা ফা বালা’ (মহাপবিত্র আপনি! অতঃপর হ্যাঁ, আপনিই মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন) বলতেন’।[১৫] এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গভীর অনুধাবনের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

এভাবে মানুষ যত বেশী কুরআন অনুধাবন করবে, তত বেশী তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুধাবন ছাড়াই কুরআন পাঠ করে, সে এর স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয় এবং অফুরন্ত কল্যাণ থেকে মাহরূম হয়।

---

১৪. আহমাদ হা/২০৬৬; আবুদাঊদ হা/৮৮৩; মিশকাত হা/৮৫৯ ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ-১২।

১৫. বায়হাক্বী হা/৩৫০৭; আবুদাঊদ হা/৮৮৪ ‘ছালাতে দো‘আ’ অনুচ্ছেদ-১৫৪, হাদীছ ছহীহ।

Contents

আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 'নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে এবং যে কান পেতে মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করে' *(ক্বাফ ৫০/৩৭)*। মর্ম উপলব্ধি করে কুরআন পাঠ করলে তার দেহ-মনে ভীতির সঞ্চার হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ– 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন। যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহ্র স্মরণে বিনীত হয়। এটা হ'ল আল্লাহ্র পথপ্রদর্শন। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই' *(যুমার ৩৯/২৩)*।

মুসলিম উম্মাহ্র জ্ঞানীগণ যাতে ইহূদী-নাছারা আলেমদের মত আল্লাহ থেকে উদাসীন ও শক্ত হৃদয়ের না হয়, সেদিকে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ– 'মুমিনদের জন্য কি এখনও সে সময় আসেনি যে, আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সত্য (কুরআন) নাযিল হয়েছে, তার প্রতি তাদের হৃদয় সমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে? তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সেটি সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর তাদের হৃদয় সমূহ কঠিন হয়ে গেছে। বস্তুতঃ তাদের বহু লোক ছিল পাপাচারী' *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قِرَاءة ختمة بِغَيْر تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى الى حُصُول الايمان وذوق

Contents

حلاوة الْقُرْآن ‘কুরআনের একটি আয়াত চিন্তা-গবেষণা ও বুঝে-শুনে পাঠ করা, বিনা অনুধাবনে ও বিনা বুঝে কুরআন খতম করার চাইতে উত্তম। যা হৃদয়ের জন্য অধিক উপকারী এবং ঈমান হাছিলে ও কুরআনের স্বাদ আস্বাদনে সর্বাধিক কাম্য’।[১৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করল যার মাধ্যমে আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণ করা হয়, অথচ সে তা শিক্ষা করে দুনিয়াবী সম্পদ অর্জন করার জন্য, সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না’।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো‘আ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا– ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ ইলম থেকে যা কোন ফায়েদা দেয় না। ঐ অন্তর থেকে যা তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ঐ আত্মা থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং ঐ দো‘আ থেকে যা কবুল হয় না’।[১৮]

হযরত কা‘ব বিন মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ ‘যে ব্যক্তি ইলম শিখে এজন্য যে, তার দ্বারা সে আলেমদের সঙ্গে মুকাবিলা করবে অথবা বোকাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে অথবা লোকদের চেহারা তার দিকে ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন’।[১৯]

---

১৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) ১/১৮৭।
১৭. আবুদাঊদ হা/৩৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫২; মিশকাত হা/২২৭।
১৮. মুসলিম হা/২৭২২; মিশকাত হা/২৪৬০।
১৯. তিরমিযী হা/২৬৫৪, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২২৫।

Contents

ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি লোকদের প্রতি ওয়ায করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বলেন, أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِى نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا فَيَضَعَكَ اللَّهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. 'আমার ভয় হয় ওয়ায করার ফলে তোমার মধ্যে ধ্রুবতারার ন্যায় উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার অহংকার সৃষ্টি হবে। আর তাতে আল্লাহ তোমাকে ক্বিয়ামতের দিন ঐসব লোকদের পায়ের তলায় রাখবেন'।[২০]

অতএব বান্দা যখন আল্লাহ্র আয়াত সমূহ গবেষণা করবে এবং এর মধ্যে জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের হুমকি সমূহ জানবে এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন সে জাহান্নামের ভয়ে ভীত হবে এবং জান্নাত লাভের জন্য তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

৫. বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করা :

আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ– 'যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*। আল্লাহকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল ছালাত। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' *(ত্বোয়া-হা ২০/১৪)*। ছালাতের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করাই হ'ল প্রধান বস্তু। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তুমি ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্র স্মরণই হ'ল সবচেয়ে বড় বস্তু' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্যুৎ হ'লেই মানুষ অশ্লীল ও গর্হিত কর্মে জড়িয়ে পড়ে। অতএব সফলকাম মুমিন তারাই, যারা ছালাতে একাগ্র থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ'। 'যারা তাদের ছালাতে তন্ময়-তদ্গত

---

২০. আহমাদ হা/১১১, সনদ হাসান।

Contents

থাকে' *(মুমিনূন ২৩/১-২)*। বস্তুতঃ মনোযোগহীন ছালাত প্রাণহীন দেহের ন্যায়।

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি করে না, উভয়ের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়'।[২১] যে ব্যক্তি আনন্দে ও বেদনায়, বিপদে ও সম্পদে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দো'আ পাঠ করে, সেটি তার হৃদয়ে ঈমান বৃদ্ধি করে এবং জীবন সঞ্চারী ঔষধ হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যখন সে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং উদাসীন হয়ে পড়ে, তখন তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সেকারণ মুমিনের উপরে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছে এবং সপ্তাহে একদিন জুম'আর ছালাতে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিয়মিত উপদেশ শ্রবণের জন্য এবং আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য। এজন্য জুম'আর ছালাতকে কুরআনে 'যিকরুল্লাহ' বা 'আল্লাহ্র স্মরণ' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয় (আযান দেওয়া হয়), তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জান' *(জুম'আ ৬২/৯)*। এখানে 'আল্লাহ্র স্মরণ' অর্থ 'জুম'আর খুৎবা ও ছালাত'।

এর বিপরীতে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে মুনাফিকদের উদাসীনতার বিষয়ে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করে। আর তিনিও তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা নাস ৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'মানুষ জন্মগ্রহণ করে এমন অবস্থায় যে, শয়তান তার হৃদয়ের উপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে হুঁশিয়ার হয় ও আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান

---

২১. বুখারী হা/৬৪০৭; মুসলিম হা/৭৭৯; মিশকাত হা/২২৬৩।

Contents

সরে যায়। আর যখন সে উদাসীন হয়, তখন শয়তান আবার তার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে'।[২২]

আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র (রাঃ) বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলামের বিধি-বিধান অনেক। আপনি আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলে দিন। যা আমি সবসময় ধরে রাখতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ– 'তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকরে সিক্ত থাকে'।[২৩] সেকারণ দিনে-রাতে, দুঃখে-আনন্দে সর্বাবস্থায় পাঠের জন্য বিভিন্ন দো'আ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো সর্বদা মনে রাখা উচিৎ।[২৪] সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য হ'ল চারটি : সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার'।[২৫]

আবু মালেক আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' নেক আমলের পাল্লা ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছুকে নেকী দ্বারা পূর্ণ করে দেয়'।[২৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছুকে নেকী দ্বারা পূর্ণ করে দেয়'।[২৭]

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 'শ্রেষ্ঠ যিকর হ'ল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আলহামদুলিল্লাহ'।[২৮]

---

২২. যিয়াউদ্দীন আল-মাক্বদেসী, আল-আহাদীছুল মুখতারাহ (বৈরূত : ৩য় সংস্করণ ১৪২০ হি./২০০০ খৃ.) ১০/৩৬৭, হা/৩৯৩; মিশকাত হা/২২৮১; মওকূফ ছহীহ, আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/২২২১-এর ব্যাখ্যা ২/৪২৬।
২৩. তিরমিযী হা/৩৩৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৩; মিশকাত হা/২২৭৯।
২৪. এ বিষয়ে হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ' এবং 'দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ' দেওয়ালপত্রগুলি পাঠ করুন। এতদ্ব্যতীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর 'যরূরী দো'আ সমূহ' অধ্যায় এবং 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ পাঠ করুন।-প্রকাশক।
২৫. মুসলিম হা/২১৩৭; মিশকাত হা/২২৯৪।
২৬. মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।
২৭. দারেমী হা/৬৫৩, সনদ ছহীহ।
২৮. তিরমিযী হা/৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬।

Contents

বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে যেমন মৃত যমীন পুনর্জীবিত হয়, দো'আর মাধ্যমে তেমনি শুষ্ক অন্তর সজীব হয়ে ওঠে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

الذِّكْرُ لِلْقَلْبِ مِثْلَ الْمَاءِ لِلسَّمَكِ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ؟

'মাছের জন্য পানি যেমন, হৃদয়ের জন্য যিকর তেমন। মাছ যখন পানি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তার অবস্থা কেমন হয়?'[২৯] একই অবস্থা হয়ে থাকে মুমিনের। দুনিয়াবী দুঃখ-কষ্টের খরতাপে যখনই তার হৃদয় শক্ত হয়ে যায় অথবা আনন্দে-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়, তখনই সে দো'আর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করে। আর তাতেই তার হৃদয় প্রসন্ন হয়ে ওঠে এবং প্রশান্ত হৃদয়ে সে সবকিছুকে আল্লাহ্র ইচ্ছা হিসাবে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। আবার যখন সে কোন নেকীর কাজে ধাবিত হয় এবং আল্লাহ্র উপরে একান্তভাবে ভরসা করে, তখন সে অদম্য ও সৎসাহসী হয়। কোন ভয় ও বাধা তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটে অবস্থান করি, যেরূপ সে আমাকে ধারণা করে (অর্থাৎ আমার নিকট থেকে সে যেরূপ আচরণ আশা করে, আমি তার সাথে সেরূপই আচরণ করি)। যদি সে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমি তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে, তাহ'লে আমি তাকে সেই মজলিসে স্মরণ করি, যা তাদের চাইতে উত্তম। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। যদি সে পাত্র ভর্তি পাপ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, অথচ শিরক না করে, তাহ'লে আমি তার নিকট অনুরূপ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব'।[৩০]

২৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব (কায়রো : দারুলহাদীছ, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৯ খৃ.) পৃ. ৪২।
৩০. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২২৬৪।

Contents

এভাবে তওবাকারী ও সর্বদা আল্লাহকে স্মরণকারীদের পুরস্কার ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্কে অধিকহারে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী; এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

অতএব জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সর্বদা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ দ্বারা আল্লাহ্র স্মরণ তথা যিকর করা কর্তব্য। এজন্য লোকদের আবিষ্কৃত হালক্বায়ে যিকরের মজলিসে বসার কোন প্রয়োজন নেই। এসবে মনের মধ্যে রিয়া সৃষ্টি করে। যা মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে।

৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে নিজের উপরে স্থান দেওয়া :

মানুষের নিজস্ব বুঝ ও ভাল-মন্দ রুচিবোধের ঊর্ধ্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হেদায়াতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে বিভক্ত রুচি ও মূল্যবোধ সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। তাতে সমাজে সুষ্ঠু রুচির বিকাশ ঘটে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا- 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম (রাঃ) বলেন, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ،

Contents

وَاللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الآنَ يَا عُمَرُ ‘একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যখন তিনি ওমর-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। এসময় ওমর তাঁকে বললেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই আপনি আমার নিকট সকল বস্তুর চাইতে প্রিয়, আমার নিজের জীবন ব্যতীত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট প্রিয়তর হব তোমার জীবনের চাইতে। তখন ওমর তাঁকে বললেন, এখন আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চাইতে প্রিয়তর। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এখন হে ওমর!’[৩১]

এখানে নিজের জীবনের কথা বলা হয়েছে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে। কিন্তু পরকালীন সফলতার দৃষ্টিতে দ্বীন ও আদর্শের স্থান দুনিয়ার সবকিছুর উপরে। সেটা বুঝতে পেরেই ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভালবাসাকে নিজের জীবনের চাইতে উচ্চে স্থান দেন। আর তখনই রাসূল (ছাঃ) তার ঈমানের পূর্ণতার স্বীকৃতি দেন। নিঃসন্দেহে এই ভালবাসার বাস্তব প্রমাণ হ’ল তাঁর নিখাদ আনুগত্য ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‘তুমি বল! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ’লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে’ *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

---

৩১. বুখারী হা/৬৬৩২; আহমাদ হা/১৮০৭৬।

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ– 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্য হ'ল, সে আল্লাহ্র অবাধ্য হ'ল। মুহাম্মাদ হ'লেন মানুষের মধ্যে (ঈমান ও কুফরের) পার্থক্যকারী'।[৩২]

এতে পরিষ্কার যে, কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের বাইরে মানুষের মনগড়া সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। সেটা করলে অবশ্যই সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। সে অবস্থায় মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্যের আসনে বসাবে। যাকে ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً؟ 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*।

৭. যিকরের মজলিস সমূহে বসা ও তার প্রতি আকৃষ্ট থাকা :

আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– 'আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে, যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁর চেহারার কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু'চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ অতিক্রম করে গেছে' *(কাহ্ফ ১৮/২৮)*।

অত্র আয়াতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি দু'টিরই কারণ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র যিকরের মজলিস সমূহে অবস্থান করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ

৩২. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪, হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে।

Contents

থেকে উদাসীন ব্যক্তিদের মজলিসে অবস্থান করলে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঠিক যেমন মসজিদে ও গানের মজলিসে অবস্থান করা।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ– 'যখন একদল বান্দা আল্লাহ্‌র গৃহ সমূহের কোন একটি গৃহে সমবেত হয় এবং আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে ও নিজেদের মধ্যে তা পর্যালোচনা করে, তখন (আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে) তাদের উপরে বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হয়। আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাদের কথা আলোচনা করেন তাদের মধ্যে, যারা তাঁর নিকটে থাকে (অর্থাৎ নৈকট্যশীল ফেরেশতামণ্ডলীর কাছে)। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার উচ্চ বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না'।[৩৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম অহি লেখক হানযালা বিন রবী' আল-উসাইয়েদী (রাঃ) বলেন, 'আবুবকর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর বললেন, হে হানযালা! তুমি কেমন আছ? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, *সুবহানাল্লাহ!* সেটা কি? আমি বললাম, আমরা যখন আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট থাকি এবং তিনি আমাদের সামনে জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা করেন, তখন আমরা যেন সেগুলি চোখের সামনে দেখি। কিন্তু যখন আমরা তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে যাই এবং স্ত্রী-সন্তানাদি ও পেশাগত কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ি, তখন আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমারও এমন অবস্থা হয়। তখন আবুবকর ও আমি রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হ'লাম। আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটা কিভাবে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি এবং আপনি

---

৩৩. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

Contents

আমাদের নিকট জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা করেন, তখন আমরা যেন সেগুলি চোখের সামনে দেখি। কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে যাই এবং স্ত্রী-সন্তানাদি ও পেশাগত কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ি, তখন আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, যদি তোমরা সর্বদা ঐরূপ থাকতে, যেরূপ আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা যিকরের মধ্যে থাকতে, তাহ'লে নিশ্চয় ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় করমর্দন করত। কিন্তু হে হানযালা! একটি অবস্থা অন্য অবস্থার কাফফারা মাত্র। কথাটি তিনি তিনবার বলেন'।[৩৪] অর্থাৎ কখনো স্মরণ করায় ও কখনো ভুলে যাওয়ায় তুমি মুনাফিক হবে না। বরং এই আল্লাহভীরুতাই তোমার মুমিন হওয়ার বড় নিদর্শন। এতে বুঝা গেল যে, সর্বদা ঈমান বৃদ্ধির মজলিসে থাকার চেষ্টা করতে হবে। নইলে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, অতি পরহেযগারিতার খটকা লাগিয়ে শয়তান বহু দ্বীনদার মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। ফলে তারা সংসার-ধর্ম ছেড়ে দ্বীনের নামে অগ্রহণযোগ্য কর্ম সমূহে লিপ্ত হয়। এমনকি তারা সমস্ত আমল ছেড়ে দিয়ে কেবল যিকরে লিপ্ত থাকে *(মিরক্বাত)*। অথচ যিকরের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হ'ল ছালাত। আর শয়তানী ওয়াসওয়াসায় পড়ে সে ছালাতে উদাসীন থাকে।

অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, সৎকর্ম সমূহের মধ্যেই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। আর সেটাই হ'ল ঈমান বৃদ্ধির নিদর্শন। কর্মহীন ধর্মের কোন মূল্য নেই। আবার ধর্মহীন কর্মেরও কোন মূল্য নেই। কর্মের মধ্যে যত বেশী আল্লাহকে স্মরণ করা হবে, তত বেশী ঈমান বৃদ্ধি পাবে ও কর্ম সুন্দর হবে। আর সে আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হবে।

---

৩৪. মুসলিম হা/২৭৫০; মিশকাত হা/২২৬৮; তিরমিযী হা/২৫১৪-এর বর্ণনায় এসেছে, مَرَّ بِأَبِى بَكْرٍ وَهُوَ يَبْكِى 'আবুবকর তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি ক্রন্দনরত ছিলেন'। সেটি দেখে আবুবকর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ 'হানাযালা তোমার কি হয়েছে?' ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ 'হানযালা তুমি কেমন আছ?' অর্থ كَيْفَ اسْتِقَامَتُكَ عَلَى مَا تَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে তুমি যা শুনে থাক, তার উপরে তোমার দৃঢ়তা কেমন আছে?' এখানে 'হানযালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে' বাক্য দ্বারা তার 'কিছু কিছু ভুলে যাওয়ার অবস্থা'কে বুঝানো হয়েছে। তার ঈমানের অবস্থা নয়' (أَرَادَ نِفَاقَ الْحَالِ لاَ نِفَاقَ الْإِيمَانِ; মিরক্বাত)।

Contents

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) একদিন তার সাথী আসওয়াদ বিন হেলালকে বললেন, اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً 'তুমি আমাদের সাথে বস। কিছুক্ষণ আমরা ঈমানের আলোচনা করি'। অতঃপর তাঁরা উভয়ে বসলেন এবং আল্লাহকে স্মরণ করলেন ও প্রশংসা করলেন'।[৩৫]

আত্বা বিন ইয়াসার (মদীনা : ২৯-১০৩ হি.) বলেন, ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) একদিন তাঁর এক সাথীকে বললেন, تَعَالَ حَتَّى نُؤْمِنَ سَاعَةً 'এসো আমরা কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি'। সাথীটি বলল, أَوَلَسْنَا بِمُؤْمِنَيْنِ؟ 'আমরা দু'জন কি মুমিন নই?' তিনি বললেন, بَلَى، وَلَكِنَّا نَذْكُرُ اللهَ فَنَزْدَادُ إِيمَانًا 'হ্যাঁ, তবে আমরা কিছুক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করব, তাতে আমরা ঈমান বৃদ্ধি করে নিব'।[৩৬]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ছাহাবীগণ কখনো কখনো একত্রে জমা হ'তেন। তাঁরা তাঁদের একজনকে আদেশ করতেন কুরআন পাঠের জন্য এবং বাকীরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলতেন, হে আবু মূসা! তুমি আমাদের প্রতিপালককে স্মরণ করিয়ে দাও। তখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকেরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ছাহাবীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যিনি বলতেন, আমাদের সঙ্গে বস, কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের পর আহলে ছুফফাহ্‌র ছাহাবীদের সঙ্গে গিয়ে বসতেন। তাদের মধ্যে একজন কুরআন পাঠ করতেন এবং তিনি বসে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এইভাবে কুরআন শ্রবণ করা ও আল্লাহকে শরী'আত সম্মতভাবে স্মরণ করার মাধ্যমে হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং আতংকে শরীরে যে কাঁটা দিয়ে ওঠে, এটাই হ'ল ঈমানের শ্রেষ্ঠ অবস্থা (حَالْ), যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণনা করেছে'।[৩৭] এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ছূফীদের

---

৩৫. ফাৎহুল বারী 'ঈমান' অধ্যায় ১/৪৮।
৩৬. বায়হাক্বী, শো'আব হা/৫০।
৩৭. মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৫২১-২২।

Contents

আবিষ্কৃত তথাকথিত 'হাল' (حَالْ) সমূহের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। বরং মুমিন বান্দা যখনই কুরআন-হাদীছের বাণী শুনবে, তখনই তার হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহভীতির সঞ্চার হবে এবং তা ঈমান বৃদ্ধি করবে।

৮. আখেরাত পিয়াসী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা :

সর্বদা সৎকর্মশীল উত্তম ব্যক্তিদের সাথে উঠা-বসা করা ঈমান বৃদ্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। যারা সর্বদা আখেরাতে মুক্তির সন্ধানে থাকেন ও সে মতে সমাজ সংস্কারে রত থাকেন, তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি তাদেরকে গায়েবী মদদ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবাহ ৯/১১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্‌র হাত থাকে। আর শয়তান তার সাথে থাকে যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।[৩৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ 'যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতকে অপরিহার্য করে নেয়'।[৩৯] হযরত উম্মুল

---

৩৮. নাসাঈ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৬২১।
৩৯. তিরমিযী হা/২১৬৫, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে ।

Contents

হুছায়েন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে এরশাদ করেন, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যদি তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহ'লে তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর'।[৪০] এর মধ্যে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ও আমীরের আনুগত্যের অপরিহার্যতা বর্ণিত হয়েছে।

এভাবে আখেরাত পিয়াসী নেককার লোকদের সংগঠনে থাকার মধ্যে সর্বদা তার ঈমান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ– 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিৎ, সে কাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছে'।[৪১] তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'সৎ লোকের সাহচর্য ও অসৎ লোকের সাহচর্যের দৃষ্টান্ত, কস্তুরী বিক্রেতা ও কামারের হাপরে ফুঁক দানকারীর ন্যায়। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কিনবে অথবা তার সুঘ্রাণ তুমি পাবে। পক্ষান্তরে কামারের হাপরের আগুনের ফুলকি তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার দুর্গন্ধ তুমি পাবে'।[৪২] এমনকি সামনা-সামনি সাক্ষাৎ না হ'লেও দূরে থেকে পরস্পরে একই আদর্শের অনুসারী হ'লে তারা ক্বিয়ামতের দিন এক সাথে থাকবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি একটি কওমকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 'ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তার সঙ্গে থাকবে, যাকে সে ভালবাসত'।[৪৩]

---

৪০. মুসলিম হা/১৮৩৮, মিশকাত হা/৩৬৬২ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।

৪১. আহমাদ হা/৮৩৯৮; আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

৪২. বুখারী হা/৫৫৩৪; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০, হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে।

৪৩. বুখারী হা/৬১৬৯; মুসলিম হা/২৬৪০; মিশকাত হা/৫০০৮, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে।

Contents

মু‘আল্লাক্বা খ্যাত তরুণ জাহেলী কবি ত্বরাফাহ ইবনুল ‘আব্দ আল-বিকরী (৫৪৩-৫৬৯ খৃ.) বলেন,

عَنِ المرْءِ لا تَسألْ وسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ
فكُلُّ قَرِينٍ بالْمُقَارِنِ يَقْتَدي

‘মানুষকে জিজ্ঞেস করো না। জিজ্ঞেস কর তার সাথীকে। কেননা প্রত্যেক সাথী তার সাথীর অনুসরণ করে থাকে’ *(দীওয়ানু ত্বরাফাহ)*। আরবী প্রবাদ রয়েছে, الصُّحْبَةُ مُتَأَثِّرَةٌ ‘সাহচর্য গভীর প্রভাব বিস্তারকারী’। ফারসী কবি জালালুদ্দীন রূমী (৬০৪-৬৭২ হি./১২০৭-১২৭৩ খৃ.) বলেন,

صحبت صالح ترا صالح کند+ صحبت طالح تراطالح کند
همجنس با همجنس کند برواز + کبوتر باکبوتر، باز با باز

‘সৎসঙ্গ তোমাকে সৎ বানাবে এবং অসৎসঙ্গ তোমাকে অসৎ বানাবে’। ‘একই জাতের পাখি একই জাতের সাথে উড়ে থাকে। কবুতর কবুতরের সাথে, বায বাযের সাথে’। বাংলায় প্রবাদ রয়েছে, ‘সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ’।

৯. পাপ হ’তে দূরে থাকা ও তওবা-ইস্তেগফার করা :

আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ– ‘তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত’ *(নূর ২৪/৩০)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘দৃষ্টিকে অবনত রাখার মধ্যে তিনটি উপকারিতা রয়েছে। (১) ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করা (২) হৃদয়ের জ্যোতি ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাওয়া (৩) হৃদয়ের শক্তি, দৃঢ়তা ও বীরত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া’।[44]

৪৪. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৫/৪২০-২৬।

Contents

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আদম সন্তানের জন্য যেনার অংশ নির্ধারিত রয়েছে, যাতে সে অপরিহার্যভাবে পতিত হয়। যেমন তার চোখের যেনা হ'ল দেখা, কানের যেনা হ'ল মনোযোগ দিয়ে শোনা, যবানের যেনা হ'ল কথা বলা, হাতের যেনা হ'ল ধরা, পায়ের যেনা হ'ল সেদিকে ধাবিত হওয়া, অন্তরের যেনা হ'ল সেটা কামনা করা ও তার আকাংখা করা। অতঃপর গুপ্তাঙ্গ সেটাকে সত্য অথবা মিথ্যায় পরিণত করে'।[৪৫] হাদীছটির শুরুতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি ছোট গোনাহের তুলনার জন্য আবু হুরায়রা বর্ণিত মরফূ' হাদীছটির চাইতে অন্য কিছুকে পাইনি। এরপর থেকে উপরের মরফূ' হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। অত্র হাদীছে আসক্তির সাথে পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত ও অন্য বিষয়গুলিকে 'যেনার অংশ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, এগুলি যেনা সংঘটনে প্ররোচিত করে।

আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ 'যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোট-খাট পাপ ব্যতীত, (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী...' *(নজম ৫৩/৩২)*। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ 'আমার ক্বলবের উপর আবরণ পড়ে। আর সেজন্য আমি দৈনিক ১০০ বার আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। অর্থাৎ তওবা-ইস্তেগফার করি'।[৪৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে '৭০-এর অধিক বার'।[৪৭] এর অর্থ বহু বার হ'তে পারে। অথবা ৭০ থেকে ১০০ বার হ'তে পারে *(ফাৎহুল বারী)*। কেননা আরবী বাকরীতিতে অধিক সংখ্যক বুঝানোর জন্য ৭০ বা তার উর্ধ্ব সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যাঁর আগে-পিছে সকল গোনাহ মাফ, তাঁর ক্বলবের উপর যদি দৈনিক আবরণ পড়ে এবং তিনি যদি দৈনিক এত বেশীবার তওবা করেন, তাহ'লে আমাদের অবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ, চিন্তা করা আবশ্যক।

---

৪৫. মুসলিম হা/২৬৫৭; বুখারী হা/৬২৪৩; মিশকাত হা/৮৬ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।
৪৬. মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫ 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ-৪, আল-আগার্র আল-মুযানী (রাঃ) হ'তে।
৪৭. বুখারী হা/৬৩০৭; মিশকাত হা/২৩২৩, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

Contents

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি পাঠ করবে, أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ 'আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি), তাকে ক্ষমা করা হবে, যদিও সে জিহাদের ময়দান হ'তে পলাতক আসামী হয়'।[৪৮] অতএব 'ক্বলব ছাফ' করার নামে পৃথকভাবে কোন কসরৎ করার দরকার নেই। যেভাবে কিছু লোক মা'রেফাতের মেহনতের নামে করে থাকেন।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মানুষের মনে ফিৎনা সমূহ এমনভাবে পেশ করা হয়, যেমনভাবে খেজুরের পাটি বুনতে একটা একটা করে পাতা পেশ করা হয়। যে হৃদয় ঐ ফিৎনা কবুল করে, তাতে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। আর যে হৃদয় তা প্রত্যাখ্যান করে, তাতে একটা সাদা দাগ পড়ে। এভাবে হৃদয়গুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক- মসৃণ পাথরের মত স্বচ্ছ হৃদয়, যাতে আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকা অবধি কোন ফিৎনা কোনরূপ ক্ষতি করতে পারে না। দুই- কয়লার ন্যায় কালো হৃদয়, যা উপুড় করা পাত্রের মত। না সে কোন ন্যায়কে স্বীকার করে, না কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। তবে যতটুকু তার প্রবৃত্তি কবুল করে'।[৪৯] অর্থাৎ মন যা চায়, তাই করে।

একইভাবে মুমিন যতক্ষণ ফিৎনা ও পাপসমূহ হ'তে দূরে থাকে, ততক্ষণ তার হৃদয় পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখনই সে পাপসমূহকে তুচ্ছ মনে করে এবং ফিৎনা সমূহের সম্মুখীন হয়, তখন তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) বলেন,

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيْتُ الْقُلُوبَ + وقَدْ يُوْرِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا
وتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ القُلُوْبِ + وخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا

---

৪৮. আবুদাঊদ হা/১৫১৭; তিরমিযী হা/৩৫৭৭; মিশকাত হা/২৩৫৩।
৪৯. মুসলিম হা/১৪৪; মিশকাত হা/৫৩৮০।

Contents

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّيْنَ إِلاَّ الْمُلُوْكُ + وَأَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا؟

‘পাপ সমূহকে আমি দেখি হৃদয়গুলিকে মেরে ফেলে। এটি স্থায়ী হ’লে তা লাঞ্ছনাকে ডেকে আনে’। ‘পাপ পরিত্যাগ করা হৃদয় সমূহের জীবন। তোমার জন্য উত্তম হ’ল সেগুলির অবাধ্যতা করা’। ‘আর অত্যাচারী শাসকবর্গ, দুষ্টমতি আলেমগণ ও ছূফী পীর-মাশায়েখগণ ব্যতীত কেউ দ্বীনকে ধ্বংস করে কি?’ *(দীওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক)*।

মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে শেষ করে দেয়, কুফর, নিফাক ও ফাসেকীর কলুষ-কালিমা তেমনি এদের ঈমান গ্রহণের সহজাত যোগ্যতাকে অকেজো করে দেয়। কুরআন নাযিলের সময়কাল হ’তে এযাবত এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– ‘বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে পাপ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেয় ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে, তখন অন্তরের মরিচা ছাফ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে পাপের পুনরাবৃত্তি করে, তাহ’লে মরিচা বৃদ্ধি পায়। এমনকি মরিচা তার অন্তরের উপরে জয়লাভ করে (অর্থাৎ সে আর তওবা করে ফিরে আসে না)। এটাই হ’ল সেই মরিচা যে বিষয়ে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন’।[৫০]

আল্লাহ বলেন, كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– ‘কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

---

৫০. তিরমিযী হা/৩৩৩৪; নাসাঈ হা/১১৬৫৮; ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায় إِنَّ الْمُؤْمِنَ এসেছে অর্থাৎ বান্দার স্থলে মুমিন; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; মিশকাত হা/২৩৪২ ‘ইস্তিগফার ও তওবা’ অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।

Contents

بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـــْئَتُهُ فَأُوْلَـــئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ–

'হ্যাঁ যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে, তারাই হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮১)*। এটাই হ'ল অন্তরের মরিচা। অর্থাৎ মরিচা যেমন লোহার উপরে বৃদ্ধি পেয়ে লোহার শক্তি ও ঔজ্জ্বল্যকে বিনষ্ট করে। তেমনিভাবে পাপের কালিমা বৃদ্ধি পেয়ে অন্তরের মধ্যকার ঈমানের জ্যোতিকে ঢেকে ফেলে। যা মুমিনের ভিতর ও বাইরের শক্তি ও সৌন্দর্য বিনষ্ট করে।

এর বিপরীতে বান্দা যখনই আল্লাহকে স্মরণ করে, তখনই তার হৃদয়ের কালিমা দূর হয়ে যায় এবং সে সৎকর্ম সম্পাদন করে। তখন সে জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ– 'পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে, তারা হ'ল জান্নাতের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮২)*।

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 'মানুষের অন্তরে হর-হামেশা আবরণ পড়ছে। অতএব হৃদয়কে আবরণ মুক্ত ও স্বচ্ছ রাখার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর তার সর্বোত্তম পন্থা হ'ল ফরয ও নফল ইবাদত সমূহ আদায় করা ছাড়াও সর্বদা বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করা এবং সাধ্যমত পাপ দৃশ্য দেখা ও পাপ চিন্তা হ'তে বিরত থাকা। কেননা চোখে দেখার মাধ্যমেই হৃদয়ে কল্পনার সৃষ্টি হয়। চোখ ও কান হ'ল হৃদয়ের বাহ্যিক দরজা। এই দু'টি দরজা পাপ হ'তে বন্ধ করতে পারলে হৃদয় অনেক গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে ও ঈমান বৃদ্ধি পাবে। আর এদু'টি দরজাকে সৎকর্মে অভ্যস্ত করতে পারলে হৃদয় সর্বদা সৎচিন্তা ও সৎকর্মের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত থাকবে। সেখান থেকে পাপচিন্তার বুদ্বুদ সাথে সাথে উবে যাবে।

১০. বেশী বেশী নফল ইবাদত ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করা :

ফরয ইবাদতের বাইরে সবকিছুকে নফল ইবাদত বলা হয়। নফল ইবাদতের মাধ্যমে বাড়তি নেকী সমূহ পাওয়া যায়। যা মুমিনের ঈমানী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হন। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন নেক আমল সমূহের ওযনের সময় ফরয ইবাদতের নেকীতে সংকুলান না হ'লে নফল ইবাদতের নেকী দ্বারা মীযানের পাল্লা ভারী করা হয়। যেমন হোরায়েছ বিন ক্বাবীছাহ বলেন, আমি মদীনায় এলাম। অতঃপর আল্লাহ্র নিকটে বলতে থাকলাম, হে আল্লাহ! আমাকে একজন সৎকর্মশীল সাথী পাওয়াকে সহজ করে দাও। তারপর আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বৈঠকে বসে পড়লাম। অতঃপর তাঁকে আমি বললাম, আমাকে এমন একটি হাদীছ শুনান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন। সম্ভবতঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তখন তিনি বললেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ - فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ- 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে। যদি তার ফরয ইবাদতের ছওয়াবে ঘাটতি পড়ে যায়, তাহ'লে আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার এ বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? অতঃপর সেটি দিয়ে তার ফরয ইবাদত সমূহের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সকল আমলের বিষয়ে এইরূপ করা হবে'।[৫১]

নফল ইবাদত সমূহের মধ্যে সুন্নাত ও নফল ছালাত সমূহ অন্তর্ভুক্ত। আর নফল ছালাত সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল রাত্রির নফল ছালাত। যেমন

---

৫১. ত্বাবারাণী আওসাত্ব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮; নাসাঈ হা/৪৬৫; তিরমিযী হা/৪১৩; মিশকাত হা/১৩৩০, হাদীছ ছহীহ।

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– ‘ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ’ল রাত্রির (নফল) ছালাত’।[৫২]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ– رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ– وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْهُ : فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِىءَ الْفَجْرُ– ‘আমাদের মহান প্রতিপালক প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছ কি কেউ প্রার্থনাকারী আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। আছ কি কেউ যাচঞাকারী, আমি তাকে তা প্রদান করব। আছ কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?’ *(বুখারী হা/১১৪৫)*। একই রাবী হ’তে ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ‘যতক্ষণ না ফজর প্রকাশিত হয়’ *(মুসলিম হা/৭৫৮)*।

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ প্রহরে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন, কেবলমাত্র কথিত শবেবরাতের রাতে নয়। আর সেজন্য ঐ বিশেষ রাতে ইবাদত করা এবং ঐ দিনে ছিয়াম রাখার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।[৫৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাদেম রবী‘আহ বিন কা‘ব বলেন, ‘আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য ওযূর পানি নিয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। তিনি বললেন, এটি ব্যতীত অন্য কিছু? আমি বললাম, এটাই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি বললেন, فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ‘তাহ’লে তুমি তোমার জন্য আমাকে অধিক সিজদা

---

৫২. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯ ‘ছওম’ অধ্যায়-৭, ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ-৬, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।

৫৩. এজন্য লেখক প্রণীত ‘শবেবরাত’ বইটি পাঠ করুন।

Contents

দ্বারা সাহায্য কর'।[৫৪] এর অর্থ অধিক নফল ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা।

অনুরূপ একটি প্রশ্নে আরেক খাদেম ছাওবানকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً– 'তুমি অধিকহারে সিজদা কর। কেননা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন'।[৫৫]

আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 'তুমি সিজদা কর ও আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল কর' *('আলাক্ব ৯৬/১৯)*। তিনি আরও বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ– 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। এজন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকট বেশী বেশী দো'আ করা কর্তব্য। যাতে সর্বদা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

অনুরূপভাবে রামাযানের এক মাস ফরয ছিয়াম-এর বাইরে সারা বছরের নফল ছিয়াম সমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন রামাযানের পরপরই ৬টি শাওয়ালের ছিয়াম, সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম, প্রতি মাসে আইয়ামে বীয-এর ৩টি ছিয়াম, আশূরার ২টি ছিয়াম, 'আরাফাহ্র ছিয়াম এবং একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম, যাকে 'ছওমে দাঊদী' বলা হয় প্রভৃতি। অমনিভাবে ফরয যাকাত, ওশর ও ছাদাক্বাতুল ফিৎরের বাইরে সর্বদা

---

৫৪. মুসলিম হা/৪৮৯; মিশকাত হা/৮৯৬ 'সিজদার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।
৫৫. মুসলিম হা/৪৮৮; মিশকাত হা/৮৯৭।

Contents

নফল ছাদাক্বা সমূহ। যা ক্বিয়ামতের দিন আমলের পাল্লা ভারী করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

এভাবে কেবল ছালাত-ছিয়াম নয়, বরং আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ বড় ও ছোট সকল সৎকর্মই নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক সৎকর্মই ছাদাক্বা'।[৫৬] রাস্তার কাঁটা সরানো বা ছোট-খাট বাধা দূর করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা' হিসাবে গণ্য করেছেন।[৫৭] অন্য বর্ণনায় এটিকে অন্যতম 'ছাদাক্বা' বলা হয়েছে।[৫৮] প্রতিটি তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, প্রতিটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এক একটি ছাদাক্বা।[৫৯] কারু সঙ্গে হাসি মুখে সুন্দরভাবে কথা বলাটাও একটি ছাদাক্বা।[৬০] এমনকি স্ত্রী-সন্তানদের গালে এক লোক্বমা খাদ্য তুলে দেওয়াটাও ছাদাক্বা।[৬১] এমনি করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ছোট-খাট সদাচরণও ছাদাক্বা হবে, যদি তা আল্লাহকে খুশী করার জন্য হয়।[৬২] বান্দা যখন এইভাবে নফল ইবাদত সমূহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তার সকল সৎকর্মে বরকত দান করেন এবং তাকে সর্বক্ষণ নিজ তত্ত্বাবধানে রাখেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ- 'বান্দা নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে

---

৫৬. বুখারী হা/৬০২১; মুসলিম হা/১০০৫; মিশকাত হা/১৮৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়, জাবের (রাঃ) হ'তে।
৫৭. মুসলিম হা/৩৫; মিশকাত হা/৫, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৫৮. বুখারী 'মাযালেম' অধ্যায় ২৪ অনুচ্ছেদ।
৫৯. মুসলিম হা/১০০৬; মিশকাত হা/১৮৯৮, আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে।
৬০. মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৮৯৪, আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে।
৬১. আহমাদ হা/১৪৮৭; বায়হাক্বী হা/৬৩৪৭; মিশকাত হা/১৭৩৩।
৬২. বুখারী হা/৬০২১; মুসলিম হা/১০০৫; মিশকাত হা/১৮৯৩।

Contents

শোনে, চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। তখন সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তখন অবশ্যই আমি তাকে দান করি। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি'।[৬৩]

উল্লেখ্য যে, ভ্রান্ত আক্বীদার লোকেরা এই হাদীছের অপব্যাখ্যা করে তাদের পূজিত ব্যক্তিদেরকে 'আউলিয়া' বা 'আল্লাহ্র অলি' বলে থাকেন। যা ইহূদী-নাছারাদের অনুকরণ মাত্র। যারা তাদের পোপ-পাদ্রীদের নিষ্পাপ মনে করে 'রব'-এর আসনে বসিয়ে থাকে। মনে রাখা আবশ্যক যে, 'কারামাতে আউলিয়া' শরী'আতের কোন দলীল নয়। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বীয় নেক বান্দার প্রতি সম্মান প্রদর্শন মাত্র। যা অনেক সময় বান্দার জন্য পরীক্ষা হয়ে থাকে। যে ফিৎনায় পড়ে গেছেন বহু দ্বীনদার মানুষ।

১১. সর্বদা ঈমান তাযা করা :

হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ– 'নিশ্চয় ঈমান তোমাদের হৃদয়ে জীর্ণ হয়ে যায়, যেমন তোমাদের পোষাক জীর্ণ হয়ে যায়। সেকারণ তোমরা আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদের হৃদয় সমূহে ঈমানকে তাযা করে দেন'।[৬৪] আব্দুল্লাহ বিন 'উকায়েম বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ-কে দো'আ করতে শুনেছি, اَللَّهُمَّ زِدْنَا إِيْمَانًا وَيَقِينًا وَفِقْهًا 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমান, ইয়াক্বীন ও দ্বীনের বুঝ বৃদ্ধি করে দাও'।[৬৫] আবুদ্দারদা (রাঃ) বলতেন, إِنَّ مِنْ فِقْهِ الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ أَنَّى تَأْتِيهِ– 'বান্দার দ্বীনী বুঝের অন্যতম প্রমাণ হ'ল এই যে, সে মনের মধ্যে শয়তানের খটকা এলে জানতে পারে'। তিনি আরও বলতেন, مِنْ فِقْهِ الْعَبْدِ

---

৬৩. বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।
৬৪. হাকেম হা/৫, ১/৪৫; ছহীহাহ হা/১৫৮৫।
৬৫. ইবনু বাত্ত্বাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা (রিয়াদ : দারুর রা'য়াহ, তাবি) হা/১১৩২, ২/৮৪৬; ইবনু হাজার বলেন, বর্ণনাটির সনদ ছহীহ (ফাৎহুল বারী ১/৪৮)।

Contents

أَنْ يَعْلَمَ أَمُزْدَادٌ هُوَ أَوْ مُنْتَقِصٌ؟ ‘বান্দার দ্বীনী বুঝের অন্যতম প্রমাণ হ’ল এই যে, সে জানতে পারে সে তার ঈমানকে বৃদ্ধি করছে, না কমিয়ে দিচ্ছে?’[৬৬]

হাদীছে জিব্রীলের শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, هَلْ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ- ‘তোমরা কি জান কে এই ব্যক্তি? ইনি হ’লেন জিব্রীল। এসেছিলেন তোমাদেরকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ দিতে’।[৬৭] অথচ ঐ মজলিসে হযরত ওমর সহ বড় বড় ছাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। যারা আগে থেকেই এগুলি জানতেন। এতে বুঝা যায় যে, সর্বদা দ্বীনের চর্চা ও পরিচর্যার মাধ্যমে দ্বীনকে তাযা রাখা আবশ্যক।

অথচ ভ্রান্ত ফিরক্বা মুরজিয়াদের আক্বীদা হ’ল ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের নিকট আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও সাধারণ লোকদের ঈমান সমান। যুগে যুগে শৈথিল্যবাদী ফাসেক মুসলমানরা এই ভ্রান্ত দলের অন্তর্ভুক্ত।

এর বিপরীতে হোদায়বিয়ার সফরে সূরা ফাৎহ নাযিল করে আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ‘তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন যেন তারা নিজেদের ঈমানের সাথে ঈমানকে আরও বাড়িয়ে নেয়’ *(ফাৎহ ৪৮/৪)*। বিগত যুগে ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে থাকা গুহাবাসী যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ‘তারা ছিল কয়েকজন যুবক। যারা তাদের প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমরা তাদের হেদায়াত (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকার শক্তি) বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম’ *(কাহফ ১৮/১৩)*। ঈমানদারগণের ঈমান বৃদ্ধি করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ‘যারা সৎপথে থাকে, আল্লাহ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে

---

৬৬. আল-ইবানাতুল কুবরা হা/১১৪০, ২/৮৪৯।
৬৭. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২, ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) হ’তে।

Contents

দেন' *(মারিয়াম ১৯/৭৬)*। ৫ম হিজরীতে সংঘটিত খন্দক যুদ্ধে মদীনা অবরোধকারী দশ হাযার সৈন্যের সম্মিলিত আরব বাহিনীকে দেখে মুসলমানদের ঈমানী তেয বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا 'এটি তাদের ঈমান ও আনুগত্যকে আরও বৃদ্ধি করল' *(আহযাব ৩৩/২২)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে ও বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রকৃত মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের ঈমানকে বারবার তাযা করেন।

১২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা :

এটি ঈমান বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এই অভ্যাস সৃষ্টি হ'লে নিজের মধ্যে আপনা থেকেই ঈমান বৃদ্ধি পায়। কারণ কাউকে কোন উপদেশ দিতে গেলে আগে নিজের মধ্যে তার চেতনা সৃষ্টি হয়। সমাজে ও পরিবারে এই অভ্যাস জারী থাকলে সমাজ দ্রুত সংশোধিত হবে এবং সর্বত্র ঈমানী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সেজন্যেই এটি মুসলিম উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ- 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তাঁর পক্ষ

Contents

হ'তে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দো'আ করবে। কিন্তু তা আর কবুল করা হবে না'।[৬৮]

সৎকাজের আদেশ দানের সময় কাজটি ছোট না বড় সেটি দেখা সর্বদা যরূরী নয়। বরং কোন বস্তুকে ছোট-খাট বলে এড়িয়ে যাওয়া বা তার প্রতি উদাসীন হওয়াটাই ক্ষতির কারণ। যেমন মুমিনের চুল, দাঁড়ি, পোষাকাদি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য শিষ্টাচার মূলক বিষয় সমূহ। এগুলো পরিত্যাগ করলে কেউ 'কাফের' হবে না। কিন্তু এর ফলে কেউ উন্নত ঈমানদারও হবে না। আল্লাহ্র নিকট তার সম্মানও বৃদ্ধি পাবে না। বরং এটি তার প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি করবে। অনেকে ফরয ও সুন্নাতের তারতম্য করতে গিয়ে সুন্নাত ও নফল সমূহের প্রতি উদাসীনতা দেখান। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

সব মানুষ সব ব্যাপারে সমানভাবে সতর্ক হয় না, সেজন্য সর্বদা সতর্ককারী ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। শিশুকালে পিতা-মাতা, বয়সকালে গুরুজন ও শিক্ষকমণ্ডলী এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ ইসলামী সংগঠনের 'আমীর' এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আর এই দায়িত্ব সাময়িক নয়, বরং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রত্যেককে পালন করে যেতে হবে।

যত ছোটই হৌক প্রত্যেক মুমিনকে পরস্পরের প্রতি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ-এর এই মৌলিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। কেউ মেনে নিলে আদেশকারী মান্যকারীর সমান নেকী পাবেন। না মানলে আদেশকারী তার নেকী পুরোপুরি পাবেন। কাজটি যত ছোটই হৌক তা কখনোই নেকী থেকে খালি হবে না। ঠিক অমনি করে অসৎকাজের নির্দেশ দিলে তা যত ছোটই হৌক, তার গোনাহ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ'ল, أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى 'পুরুষ হৌক নারী হৌক আমি তোমাদের কোন কর্মীর কর্মফল বিনষ্ট করব না' *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*। তিনি বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

৬৮. তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০। এ বিষয়ে লেখকের 'আমর বিল মা'রূফ' দরসটি পাঠ করুন (জুন'১৩, ১৬/৯ সংখ্যা)।

Contents

خَيْرًا يَرَهُ– وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ– 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দু'টি আয়াতকে একত্রে الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ 'অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত' বলে অভিহিত করেছেন।[৬৯] অন্ততঃ এই একটি আয়াত মনে রাখলেই মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ'তেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত বিষয়েও আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কৈফিয়ত তলব করা হবে'।[৭০] ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিটি ছোট ও বড় আদেশ ও নিষেধ জান-মালের কুরবানী দিয়ে হ'লেও সাথে সাথে তা করার চেষ্টা করতেন। তাঁরাই আমাদের আদর্শ এবং অনুসরণীয়।

১৩. কবর যিয়ারত করা :

কবর যিয়ারত করলে বা জানাযায় অংশগ্রহণ করলে মানুষের মধ্যে মৃত্যুর ভয় ও পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত হয়। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ...فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ '... অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়'।[৭১] তাই অন্যের জানাযায় অংশগ্রহণ করে নিজের জানাযার কথা স্মরণ করা উচিৎ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,–أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، يَعْنِى الْمَوْتَ 'তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটিকে অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর'।[৭২]

---

৬৯. বুখারী হা/৪৯৬২; মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩ 'যাকাত' অধ্যায়।

৭০. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩, মিশকাত হা/৫৩৫৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহাহ হা/২৭৩১।

৭১. মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

৭২. তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮; মিশকাত হা/১৬০৭, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

Contents

কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্যে কবর যেয়ারতের দো‘আ পাঠ করবে। তাতে ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

হযরত ওছমান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোন কবরের নিকটে দাঁড়াতেন, তখন কেঁদে ফেলতেন, যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ’ল যে, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদেন না, অথচ কবর দেখলে কাঁদেন। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আখেরাতের মনযিলসমূহের প্রথম মনযিল হ’ল ‘কবর’। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ’লে পরবর্তী মনযিলগুলি তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ’লে পরের মনযিলগুলি তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ‘আমি এমন কোন দৃশ্য কখনো দেখিনি যে, কবর সেগুলির চেয়ে অধিক ভীতিকর নয়’।[৭৩]

অতএব মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে চির শান্তিময় করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করলে সর্বদা ঈমান বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। সাময়িকভাবে পদস্খলন ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে ঈমানকে তাযা করা সম্ভব।

১৪. বিগত নবীগণের জীবনেতিহাস পাঠ করা :

আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ প্রেরিত ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে ২৫ জন নবীর কাহিনী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিগত ২৪ জন নবীর জীবনে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ৬টি জাতি হ’ল- কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। যা থেকে মানব জাতি বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যে বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন, ‘বহু রাসূল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল সম্পর্কে বলিনি। আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন’। ‘আমরা রাসূলগণকে

---

৭৩. তিরমিযী হা/২৩০৮, ওছমান (রাঃ)-এর গোলাম হানী হ’তে; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; মিশকাত হা/১৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৫০। এ বিষয়ে লেখকের ‘মৃত্যুকে স্মরণ’ দরসটি পাঠ করুন (মে’১৬, ১৯/৮ সংখ্যা)।

Contents

জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোনরূপ অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ না থাকে। আর আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১৬৪-৬৫)*।[৭৪]

বস্তুতঃ কুরআন যদি বিগত দিনের এসব কাহিনী আমাদের না শুনাতো, তাহ'লে তা থেকে মানবজাতি চিরকাল অন্ধকারে থাকত।

১৫. রাসূল চরিত বেশী বেশী পাঠ করা :

নবীদের সিলসিলা শেষ হয়েছে মুহাম্মাদ *ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর মাধ্যমে। তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর আনীত 'কুরআন' হ'ল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এলাহী কিতাব। তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত 'ইসলাম' হ'ল মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন। তাই তাঁর ২৩ বছরের নবুঅতী জীবন সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রত্যেক মানব দরদী সমাজ সংস্কারকের জন্য অপরিহার্য।

আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

সেকারণ মতভেদকারী মানব সন্তানদের প্রতি সিদ্ধান্তকারী নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'আমার রাসূল তোমাদের নিকটে যা নিয়ে আসেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

সেই সাথে তাঁর জীবন সংগ্রামের সাথী ছাহাবায়ে কেরামের জীবনী, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনেতিহাস জানা অত্যন্ত যরূরী। তাঁদের পরে তাঁদের শিষ্য তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও সালাফে ছালেহীনের জীবনী পাঠ করা আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ

---

৭৪. বিগত ২৪ জন নবীর কাহিনী জানার জন্য পাঠ করুন, লেখক প্রণীত 'নবীদের কাহিনী'-১ ও ২।

Contents

يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ– 'মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হ'ল আমার যুগ (অর্থাৎ ছাহাবীগণের যুগ)। অতঃপর তাদের পরবর্তী (তাবেঈদের) যুগ। অতঃপর তাদের পরবর্তী (তাবে তাবেঈদের) যুগ। এরপর এমন লোকেরা আসবে, যাদের সাক্ষ্য তাদের শপথের আগে হবে এবং তাদের শপথ তাদের সাক্ষ্যের আগে হবে'।[৭৫] অর্থাৎ তারা এত দ্রুত সাক্ষ্য দিবে যে, শপথ ও সাক্ষ্য কোনটি আগে বা কোনটি পরে হবে, সেটা তারা নির্ণয় করতে পারবে না। তারা সাক্ষ্যকে শপথ দ্বারা এবং শপথকে সাক্ষ্য দ্বারা দৃঢ় করবে। এ সময় সাক্ষ্যদাতা ও শপথকারীর মধ্যে কোন সদ্গুণ অবশিষ্ট থাকবে না।

এর দ্বারা ভ্রষ্টতা যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আমরা সে যুগেই বসবাস করছি। আল্লাহ আমাদেরকে ভ্রষ্টতা হ'তে রক্ষা করুন!

ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি.) বলেন,

وأَصْلُ الأُصُولِ الْعِلْمِ وأَنْفَعُ العُلُومِ النَّظْرُ فِي سِيَرِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وأَصْحابِهِ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} 'জ্ঞানের সূত্র সমূহের মূল উৎস এবং সবচেয়ে উপকারী জ্ঞান হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের জীবনী অনুধাবন করা। আল্লাহ বলেছেন, 'এরাই হল ঐসব মানুষ যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। অতএব তুমি তাদের অনুসরণ কর' *(আন'আম ৬/৯০)*।[৭৬] অত্র আয়াতে বিগত নবীগণের কথা বলা হ'লেও শেষনবী ও তাঁর সাথীগণ এর মধ্যে শামিল হবেন। কারণ তাঁরাই উম্মতের সেরা ব্যক্তি।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী ছেড়ে যারা অন্যদের জীবনী থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইবে, তারা বিভ্রান্ত হবে। ওমর ফারূক (রাঃ) তাওরাত থেকে কিছু অংশ লিখে নিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কঠোরভাবে ধমক দেন এবং বলেন, আজ মূসা বেঁচে থাকলেও তাকে আমার

---

৭৫. বুখারী হা/২৬৫২; মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৩৭৬৭।

৭৬. আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের (দিমাশ্ক্ব : দারুল ক্বলম, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.) ৮০ পৃ.।

Contents

অনুসরণ করা ছাড়া উপায় থাকত না'।[৭৭] এমনকি ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ) অবতরণ করলে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আত মেনে চলবেন।[৭৮] যদি কেউ অন্যদের বিধান ও প্রথা মেনে চলে, তাহ'লে সে তাদের দলভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি তাদের মধ্যে গণ্য হবে'।[৭৯]

শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষের মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করার চক্রান্তে লিপ্ত। চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তি ও প্রতারণাপূর্ণ কথামালার মাধ্যমে সে ঈমানদারগণকে চুম্বকের মত সর্বদা নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষণে তার থেকে বাঁচতে গেলে এবং জান্নাতের পথ পেতে গেলে আমাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বিশুদ্ধ জীবনী বারবার পাঠ করতে হবে এবং সেখান থেকে ঈমানের সঞ্জীবনী সুধা পান করতে হবে।[৮০]

পরিশেষে আমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলব, যেমনটি বলেছিলেন নির্যাতিত নবী ইউসুফ (আঃ), فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের হে সৃষ্টিকর্তা! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে 'মুসলিম' হিসাবে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত কর' *(ইউসুফ ১২/১০১)*। প্রার্থনা করেছিলেন সম্রাট নবী সুলায়মান (আঃ), رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ– 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায়

---

৭৭. আহমাদ হা/১৫১৯৫; মিশকাত হা/১৭৭; ইরওয়া হা/১৫৮৯।
৭৮. মুসলিম হা/১৫৬; মিশকাত হা/৫৫০৭।
৭৯. আবুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে।
৮০. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ জীবনীর জন্য পাঠ করুন, লেখক প্রণীত 'নবীদের কাহিনী'-৩ 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)।

Contents

করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যাতে আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নমল ২৭/১৯)*।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমান বৃদ্ধি কর, সমাজকে শান্তিময় কর এবং ঈমানী হালতে আমাদের মৃত্যু দান কর- আমীন!

****

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–